RIVERINE

50 watercolors

HAMIDUZZAMAN KHAN

RIVERINE

HAMIDUZZAMAN KHAN

50 watercolors

Friday 22nd September to 3rd October 2023

gallerI KAYA
a contemporary art center

Exhibition sponsor

ADN GROUP

Published on the occasion of the solo art exhibition by Hamiduzzaman Khan titled "Riverine" at Galleri Kaya.

© : Galleri Kaya, Dhaka
Published: September 2023
Photography: Mohammad Asad
Design: Kanai Chandra Mallick

Contact Galleri Kaya:
House 20 Road 16 Sector 4 Uttara Dhaka 1230, Bangladesh.
Mobile: +88 01754 755 246 01752 684 900
Tel: 88-02- 58956902 E-mail gallkaya@gmail.com

www.facebook.com/gallerikaya

Printed in Bangladesh.

হামিদুজ্জামানের ভাস্কর্যপ্রতীম জলরং
মইনুদ্দীন খালেদ

নদী আমাদের সৃজন আবেগকে বিশেষ গতিবেগ দেয়। সুদূর অতীত থেকে এদেশের মানুষের মন জলের সঙ্গে বহমান। জল-সচল বাংলাদেশকে নদীমাতৃক অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। নদী নারী স্বরূপিণী; তাকে মাতৃরূপ ভক্তির আবেগে অনুভব করে আমরা শ্রদ্ধাবনত হয়ে আছি অনাদিকাল থেকে। কোনো শাস্ত্রীয় কানুন অনুসরণ করে নয়, যুগ-যুগান্তরের লোকায়তিক যাপনের অভিজ্ঞতায় আমরা এই স্বত:সিদ্ধতায় স্থির হয়েছি যে নদী আমাকে বাঁচায়। নদীর মৃত্যু হলে বিপন্ন হয় আমাদের জীবন। সহস্র নদীর জলে মুখরিত এমন দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই সুজলা-সুফলা স্বদেশবিরামহীনভাবে সৃষ্টির তাড়না দিয়ে চলেছে। তাই নদী নিয়ে যত গীত রচিত হয়েছে - সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে - ছবি আঁকা হয়েছে তা অন্য কোনো বিষয় অবলম্বনে হয়নি।

নদীর প্রেরণায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের চেতনায় এসেছিল হেমবর্ণ জাগরণ। জলের দৃশ্য এঁকে তিনি উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। 'নদী আমার মাস্টার মশাই' বলে তিনি নদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এই গুরুর উপলব্ধি শিরোধার্য করে এদেশের শিল্পীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম নদীদৃশ্য (জরাবৎংপধঢ়ব) চিত্রিত করে চলেছেন। গুরু জয়নুলের কাছ থেকে হামিদুজ্জামান খান শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেছেন। গুরু তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন, জলরংয়ে পথ চলে সে যেন সৃজন-তরী সচল রাখে। আজ যদিও হামিদ দেশের প্রধান ভাস্কর হিসেবে শিল্পভুবনে কীর্তিমান হয়েছেন, কিন্তু তুলিতে ভর করে তিনি জলের দেশে জলের ছবিও এঁকেছেন প্রচুর। জলরংয়ে ছবি আঁকার সাধনা তিনি অব্যাহত রেখেছেন। ভাস্কর্য-শিল্প গড়ে ও জলরংয়ের ছবি এঁকে হামিদ যুগল রথে সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করে চলেছেন। এই দুই মাধ্যমের সঙ্গে আপাত দৃষ্টিতে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। জলরংয়ের চর্চায় দৃশ্যমানতা থেকে অদৃশ্যপ্রায় ভুবনে যাত্রার প্ররোচনা থাকে। অপর পক্ষে ভাস্কর্য নির্মিত হয় পাথর ও ধাতুর গুরুভার উপলব্ধি করে। এই শিল্পে আকাশে উড্ডীন হওয়ার মাহাত্ম্য থাকলেও তা মূলত স্থানু–ভূমিলগ্ন–ভূমিতে তার শেকড় প্রোথিত বৃক্ষের মত। অন্যদিকে জলরংয়ের ছবি হাওয়ায় চঞ্চল–তাতে রয়েছে আলো-অন্ধকারের লীলা এবং এর সার্থকতা শূন্যতা ও বর্ণের সংগমে। এই লীলায় আকাশ, জল আর মাটি একাকার হয়ে যায়। হামিদুজ্জামানের কাজে এই দ্রবীভুত অবস্থাটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্যে আমরা অনুভব করি।

সাম্প্রতিক সময়ে আঁকা হামিদের জলরংছবি নিয়ে ‘গ্যালারি কায়া’ যে-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে তাতে শিল্পীর উপলব্ধির রূপান্তর দর্শক অনুভব করতে পারবেন। বাতাসে কম্পমান হালকা-পলকা বর্ণপর্দার চিত্রায়নে এবার শিল্পী প্রকৃতির রহস্য অবমুক্ত করেননি। বর্ণ প্রয়োগে তিনি জলরংয়ের নতুন বর্ণমালা রচনায় সৃজনশীলতা পরখ করে দেখেছেন।যদিও জলের চাঞ্চল্য এবার তাকে অধীর করেনি, তবুও এই বস্তুপৃথিবীর চোখ চেনা রূপলোক থেকে মুক্তি অন্বেষণ করেছেন তিনি বর্ণচ্ছটার পৌণপুনিক প্রয়োগে। রঙের তারল্যের স্বভাব গ্রাহ্য না করে গুরুত্ব দিয়েছেন বর্ণের ঘনতর ক্বাথে। বর্ণের পুরুত্বে বিষয়ের ভিন্নতর গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন হামিদ। যদিও বর্ণের ফোটার বিরামহীন প্রয়োগে যুক্ত হয়েছে তাঁর কাজে ধ্বনিময়তা–অভিজ্ঞতাকে উত্তীর্ণ করতে চেয়েছেন সঙ্গীতের সমধর্মে, তবু জমাট বর্ণপ্রস্থ অধিকার করে রেখেছে শিল্পীর চিত্রের জমিন। জলরংয়ে রহস্যময় প্রকৃতির যে অধরা মাধুরীর ব্যঞ্জনা (ঝঁমমবংঃরড়হ) ইশারাময় থাকে সেই পথে এবার হামিদ তুলি সঞ্চালন করেননি। কয়েকটি ছবি অবশ্য ব্যতিক্রম; সেখানে এখানো সচল বর্ণময়তা ও বর্ণশূন্যতার দোলাচলে অনন্তকে পরিমেয় করে তোলার আকাঙ্ক্ষা।

কেন হামিদের ভাবনার পালাবদল হল তা জানা থাকলে তাঁর ছবির রহস্যভেদ সহজ হবে। বাক্যালাপে শিল্পী জানালেন, কয়েকদিন আগে তিনি বুড়িগঙ্গা নদীতে ভ্রমণ করেছেন শিল্পের রসদ সংগ্রহের তাগিদে। এই ভ্রমণ তাকে যত না আনন্দ দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি তিনি আহত ও ব্যথিত হয়েছেন। যে-ঢাকা নগরিকে একদা অভিহিত করা হয়েছিল প্রাচ্যের রহস্যপুরী বলে, যে বুড়িগঙ্গা ও তা থেকে উৎসারিত খালগুলো নৌকা চেপে মোঘল স্থাপত্য ও সবুজ প্রান্তর দেখে স্বপ্নময় নগর পর্যটনের আনন্দ ছিল সেই নদীর আজ জীবন সংকট। তার তরঙ্গে আজ মৃত্যুর শ্বাসযন্ত্রণা। খালসকল তো কবেই মরে গেছে। কল-কারখানার বর্জ্য আর গৃহস্থালির আবর্জনার স্তূপে বুড়িগঙ্গা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর স্বাদ পাচ্ছে। হামিদ অনুভব করেছেন নদীর যন্ত্রণা–জলের কান্না। এক ধরনের নেতিবাচক বোধের সংক্রমণেই তার চিত্রতলে এসেছে জমাট-বাঁধা কালো রঙের আধিপত্য। তবে এই কালোর মধ্যেও, কোনো কোনো ছবিতে যে আলোর হিল্লোল রয়েছে তার কারণ শিল্পী প্রত্যক্ষ করেছেন কালো রাত্রিতে বহমান জলধারাকে ও জলেভাসা জাহাজ-নৌকা, জলযানের যাত্রী, নৌকার মাঝি, জেলে এবং নদীপাড়ের নাগরিক দালান ও সৌধ এবং কখনো-বা দেখেছেন রাতের কোলে নিদ্রাচ্ছন্ন নিসর্গ-প্রকৃতি। কখনো ঝম-ঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে আর তখন সেই ছবিতে উপর থেকে ধেয়ে নেমে এসেছে রেখা বর্ণের প্রপাতের মত।

শেষাবধি হামিদ আশাবাদি - জলপথে উজানের যাত্রী। জলে-ভেসে-চলা বিশাল জাহাজের নাটক তিনি চিত্রপটের মঞ্চে প্রদর্শন করেছেন। ঝড়ো বাতসে বিপুল তরঙ্গে দোলায়িত জাহাজের বিশাল রূপে আমরা অনুভব করি গতির তুমুল শিহরণ। তবে নীলজলে ভাসমান নৌকার সারি দেখে দর্শক আবার ফিরে আসবেন শান্তির জলের সান্ত্বনার কাছে। নিবিড়তর বিবেচনা মানুষের দেহতরী আর জলে ভাসা নৌকা ও যানসমূহের মধ্যে

ঐক্য রয়েছে। জীবন উজানের পথে দৃঢ়চিত্তে জীবনের অপরাজেয় শক্তির পরীক্ষা দেয়; আবার ভাটির টানে অনুভব করে নির্ভার সত্তার আনন্দ দোলা। হামিদ জীবনাবেগের ভ্রাম্যমানতাকে প্রকারন্তরে অনুভব করেছেন। ইতি-নেতির দ্বন্দ্ব নিয়ত প্রত্যক্ষ করা যায় নদীর জলে ও নদীর পাড়ে বাংলাদেশের মানুষের জীবনের যাপনে। অনন্ত জল অনন্ত আকাশে মেশে–এই পরিমাপহীন পরিধির মধ্যে উপনীত হলে সেই স্পেসে বর্ণের নির্ভরতায় সীমা খুঁজতে হয়। সেই অনন্ততায় আমরা ঈশ্বর ভাবনা উদ্ভাবন করি–বস্তুপৃথিবীর সব সম্পর্ক ছিন্ন করে নিরাকার মরমিতায় আশ্রয় খুঁজি। শূন্যতাকে ধ্বনির উচ্চারণে আমরা পরিমাপ করতে চাই।

নিরাকার স্পেসে মন্ত্রের মত বর্ণের অজস্র ফোটায় সীমাহীনকে সীমায়িত করার সাধ জাগে সৃজনতাপিত মানুষের মনে। হামিদের ছবিতে চোখচেনা জলযান, প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ ও মানুষী অবয়বের পরিবর্তে বিশেষ গুরুতে বিবেচনা করা সঙ্গত তাঁর স্পেসে বর্ণের ও গড়নের স্বয়ং চাল। অটোমেশনের মত যেন শিল্পীর আবেগ তুলি বেয়ে স্পেসে বর্ণিল ছন্দ-সুরের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে। কখনো তার ছবিতে জলের মেঘডুম্বুর রূপের উদ্ভাসনই শুধু বিস্মিত চোখে দেখার বিষয়।

আকার ও নিরাকারের দ্বান্দ্বিক প্রকাশই মহৎ শিল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই পৃথিবী মায়া। বস্তুত কোনো বস্তুরই একক কোনো পরিচয় নেই। মানুষের মনের ও মস্তিষ্কের অভিজ্ঞতা বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করে। মন, মস্তিষ্ক ও পার্থিব প্রেক্ষাপট বদলে গেলে আবার অভিজ্ঞতা একই বিষয়ে নতুন মর্মার্থ খুঁজে পায়–নতুন সংজ্ঞা দাঁড় করায়। নদীপাড়ের প্রকৃতি, জলে ও স্থলের মানুষ ও বাহন সবই সময়ের স্রোতে নিত্য তার রূপ বদল করে চলমান ; -এই প্রত্যয়ের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই হামিদের কাজে। উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল বর্ণছটায় শিল্পসত্তার হিসেব পরখ করে দেখেছেন শিল্পী। যা আকার- প্রধান ও দৃষ্টিগ্রাহ্য, তা-ও নিশ্চল নয়। তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ জলে নৌকা ও মাঝি গতির স্মারক হয়ে অভিব্যক্তি পেয়েছে তাঁর চিত্রপটে। পুরু রেখার দৃঢ় বন্ধনের কারণে গড়নে যে গাঠনিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা দেখে মনে হয় এ ছবি একজন ভাস্করের পক্ষেই নির্মাণ করা সম্ভব। বস্তুর ভার, আয়তন ও গঠন সৌকর্মের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা দাবি করে ভাস্কর্যের শিল্পীর কাছে। রঙের ঘনীভূত রূপে ও ফিগারের দৃঢ় কন্টুর নিরীক্ষণ করে সংগত কারণেই দর্শকের মনে হবে ভাস্কর-সত্তা সচল রেখেই হামিদুজ্জামান খান জলরংয়ের মাঝি হয়েছেন।

Boats Watercolor on paper 229 x 109cm (90x43in) 2023

Ahsan Manzil-2   Watercolor on paper   84 x 66cm (33x26in)   2023

In the rain   Watercolor on paper   84 x 66cm (33x26in)   2023

Buriganga-5 Watercolor on paper 84 x 66cm (33x26in) 2023

Dhaleshwari river   Watercolor on paper   84 x 66cm (33x26in)   2023

Dockyard Watercolor on paper 84 x 66cm (33x26in) 2023

Farashganj Watercolor on paper 84 x 66cm (33x26in) 2023

Ahsan Manzil-3 Watercolor on paper 84 x 33cm (33x13in) 2023

Narayanganj port Watercolor on paper 135 x 25cm (53x10in) 2023

Midnight at Buriganga Watercolor on paper 84 x 33cm (33x13in) 2023

Turag river-2   Watercolor on paper   84 x 33cm (33x13in)   2023

The Mistic riverine night   Watercolor on paper   104 x 38cm (41x15in)   2022

Her magesty at the dark (Buriganga)   Watercolor on paper   158 x 25cm (62x10in)   2023

Twilight zone-2   Watercolor on paper   81 x 53cm (32x21in)   2023

Bank of Shitalakshya   Watercolor on paper   68 x 48cm (27x19in)   2022

Her magesty at the dark (Buriganga)-2   Watercolor on paper   150 x 33cm (59x13in)   2023

Nostalgia (Orchid steamer in Burigang)   Watercolor on paper   84 x 33cm (33x13in)   2023

Narayanganj port-2 Watercolor on paper 84 x 33cm (33x13in) 2023

Turag river-4   Watercolor on paper   76 x 28cm (30x11in)   2022

Buriganga Watercolor on paper 104 x 74cm (41x29in) 2023

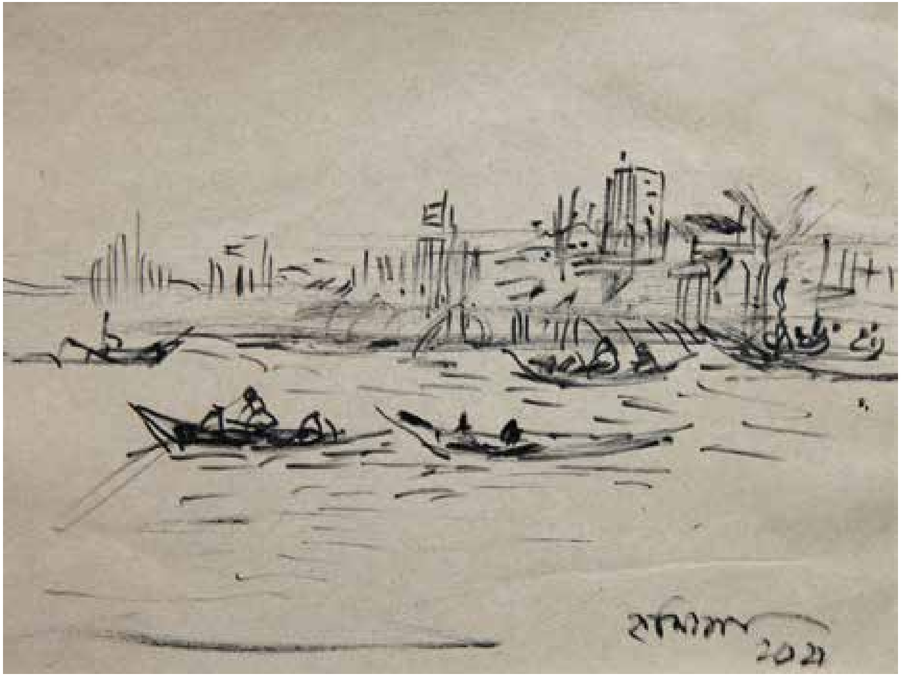

Riverine-3   Ink on paper   30 x 23cm (12x9in)   2022

Buriganga-2   Ink on paper   28 x 20cm (11x8in)   2022

Shitalakshya   Watercolor on paper   40 x 28cm (16x11in)   2023

Buriganga-3 Watercolor on paper 28 x 20cm (11x8in) 2022

Shitalakshya-2   Watercolor on paper   40 x 30cm (16x12in)   2023

Shitalakshya-3 Watercolor on paper 40 x 30cm (16x12in) 2023

Buriganga in birds eye   Watercolor on paper   40 x 30cm (16x12in)   2023

Turag river   Watercolor on paper   30 x 30cm (12x12in)   2023

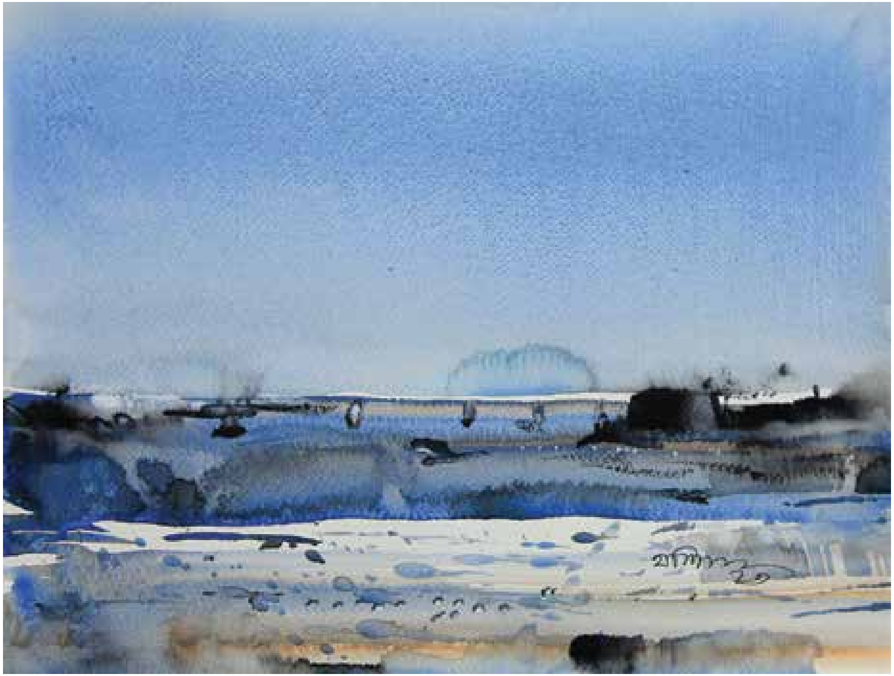

Babubazar bridge   Watercolor on paper   36 x 25cm (14x10in)   2023

Buriganga skyline   Watercolor on paper   36 x 25cm (14x10in)   2023

Babubazar bridge-2   Watercolor on paper   84 x 33cm (33x13in)   2023

Shyambazar   Watercolor on paper   74 x 56cm (29x22in)   2023

Basila Watercolor on paper 71 x 56cm (28x22in) 2022

Buriganga-4 Watercolor on paper 69 x 48cm (27x19in) 2022

Night over Buriganga-4   Watercolor on paper   81 x 53cm (32x21in)   2023

Twilight zone   Watercolor on paper   81 x 53cm (32x21in)   2023

Ahsan Manzil   Watercolor on paper   38 x 28cm (15x11in)   2022

Crossing   Ink on paper   38 x 38cm (15x12in)   2021

Buriganga in twilight Watercolor on paper 38 x 25cm (15x10in) 2023

Night over Buriganga   Watercolor on paper   22 x 20cm (9x8in)   2022

Bank of Buriganga Watercolor on paper 30 x 23cm (12x9in) 2023

Buriganga in twilight-2   Watercolor on paper   26 x 18cm (10x7in)   2022

Night over Buriganga-2   Watercolor on paper   28 x 20cm (11x8in)   2022

Dockyard on the bank Watercolor on paper 26 x 20cm (10x8.5in) 2021

Night over Buriganga-3   Watercolor on paper   28 x 20cm (11x8in)   2023

Shyampur Watercolor on paper 28 x 20cm (11x8in) 2023

Crossing-2   Ink on paper   30 x 23cm (12x9in)   2022

Journey Watercolor on paper 28 x 20cm (11x8in) 2022

Riverine-1 Ink on paper 30 x 23cm (12x9in) 2022

Riverine-2 Ink & watercolor on paper 30 x 23cm (12x9in) 2022

Hamiduzzaman Khan

Born 1946

Education

1976 : M.F.A, M.S University of Baroda, India.
1967 : B.F.A. Bangladesh College of Arts and Crafts (Presently Faculty of Fine Arts, University of Dhaka).
1982-83 : Higher Studies in Sculpture at Sculpture Centre, New York, USA.

Biennales and International Symposiums

2005 : Artists Residency offered by Youngone Corporation, Republic of Korea.
2003 : International Sculpture Symposium by International Friendship Association, Republic of Korea.
2003 : 2ndSancheong Contemporary International Sculpture Symposium, Republic of Korea.
1999 : Puyo International Sculpture Symposium, Republic of Korea.
1988 : Open air Sculpture Show by Olympic Committee, Seoul, Republic of Korea.
: Sculpture Steps Permanently Displayed at the Seoul Olympic Park, Republic of Korea.
1986 : 6th Triennale International Exhibition, New Delhi, India.
: International Istaqlal Art Festival, Jakarta, Indonesia.
1980 : Asian Art Show, Fukuoka, Japan.

Solo Exhibition

2023 : "Riverine" organized by Galleri Kaya, Dhaka.
2021 : Painting exhibition, Gallery Chitrak, Dhaka.
2018 : Painting Show, Abinta Gallery, Dhaka.
2017 : Retrospective Solo show at Bangladesh National Museum, Dhaka.
2016 : Open Air sculpture exhibition, Institute of Architects Bangladesh, Agargaon, Dhaka.
2016 : "Stone-2" Organized by Galleri Kaya, Dhaka.

2014 : “Stones” organized by Galleri Kaya, Dhaka.
2012 : “Watercolors & Sculptures” organized by Galleri Kaya, Dhaka.
2010 : “Time & Beyond” Organized by Galleri Kaya, Dhaka.
2010 : Nocturnal Shades, painting exhibition, Bengal Gallery of Fine Arts, Dhaka.
2009 : Painting exhibition, Gallery of Fine Arts, Asiatic Society of Bangladesh.
2008 : “Rhythm in Nature” Organized by Galleri Kaya, Dhaka.
2006 : “Recent Sculpture & others Works” Organized by Galleri Kaya, Dhaka.
2006 : Sculpture exhibition, British Council, Dhaka.
2005 : Painting exhibition, Shilpangan Gallery, Dhaka.
2003 : Painting exhibition, Shilpangan Gallery, Dhaka.
2002 : An Indigenous Minimalist, sculpture exhibition, Bengal Gallery of Fine Arts, Dhaka.
2000 : Sculpture exhibition, Shilpangan Gallery, Dhaka.
1999 : Painting exhibition, Manju Art Gallery, Dhaka.
1998 : Painting exhibition, Gallery 21, Dhaka.
1997 : Painting exhibition, Divine Art Gallery, Dhaka.
1995 : Sculpture exhibition, Drik Gallery, Dhaka.
1994 : Sculpture exhibition, La Galarie, Dhaka.
1992 : Sculpture exhibition, La Galarie, Dhaka.
1990 : Painting exhibition, Sofia, Bulgaria.
1988 : Sculpture exhibition, Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka.
1987 : Sculpture exhibition, Alliance Francoise de Dacca, Dhaka.
1983 : Sculpture exhibition, Bangladesh Embassy House, USA.
1982 : Sculpture exhibition, Bangladesh College of Arts Crafts, Dhaka.
1969 : Painting exhibition, Arts Council, Dhaka.

Commission Works

2021 : “Shaptak” Steel painted, Dhanmondi, Dhaka.
2021 : Stone and Fountain Sculpture, Bangladesh Export Promotion Bureau, Dhaka.
2020 : Gate of Haven, Banani graveyard, Dhaka.
2020 : SritiSharok 125 years, Sunamgonj gov. Jubli School, Sunamgonj.
2016 : Eastern Housing Ltd. Head office, Rounder Sculpture, Banani, Dhaka.
2015 : Steel Sculpture,Private House, Mymensingh.
2015 : Steel Sculpture, Krishibid Institute, Khamarbari, Dhaka.
2014 : “Joy Bangla” Ziaur Rahman Hall, Dhaka University.
2013 : Sculpture, Bangladesh Bank Bhaban, Matijheel, Dhaka.
2010 : SPL Bhaban, Tejgaon, Sculpture, Dhaka.
2009 : “Freedom” Baridhara Roundbut, Dhaka.
2008 : “Peace Bird” TSC University of Dhaka.
2008 : “Freedom Fighter” Kingbodonti, Mirpur Roundbut-1, Dhaka.
2008 : Acme Laboratories, Kallayanpur, Dhaka.
2007 : Becon Pharmaceuticals, Bhaluka, Mymensingh.
2007 : Steel Sculpture, Assurance Housing, Dhaka.
2006 : World Bank, Agargaon, Dhaka.
2006 : “SritirMinar” National University, Dhaka.
2005 : “Fish” Farmgate, Dhaka.
2005 : Sculpture, United Hospital, Dhaka.
2004 : “Bijoyghata” Mymensingh Cantonment, Mymensingh.
2004 : “Remember in 1971”, War Memorial, Ghatail, Tangail.
2004 : United House, Gulshan, Dhaka.
2003 : UTS Bhaban, Panthopath, Dhaka.
2001 : “Bijoy Khatan” Dhaka Cantonment, Dhaka.

1989 : "Sangooptak" Jahangirnagar University, Savar, Dhaka.
1988 : "Prothasha", Zia Fertilizer Factory, Bhairab, Ashugonj.
1987 : Bangla Academy, Dhaka.
1981 : "Freedom Fighter" Zalalabad Cantonment, Sylhet.

Awards

2012 : S.M. Sultan Gold Medal, Nariel, Bangladesh.
2006 : Ekushey Padak, Highest CivilianAward in Bangladesh, for contribution in Sculpture.
: Prime Minister's Award for contribution in the beautification of Dhaka City.
2004 : Gold Medal, Greater Mymensigh Association, Bangladesh.
1976 : Best Award in Sculpture Exhibition, Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka.
: Best Award in Oriented Art exhibition, Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka.

Honorable Mention

2022 : Excellence in sculpture from the Ministry for Freedom Fighters, Government of Bangladesh.
Special exhibition "Bangabadhu O Muktijudha" at sculpture department, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka.
2022 : Jury member, Berger Award for Excellence in architecture.

Collections

World Bank, Washington, DC, USA; Museum of Modern Art. Indonesia; Olympic Park, Seoul, Republic of Korea; Puyo Ku Sculpture park, Republic of Korea; Sancheong Sculpture, Republic of Korea; Jik Ji Sculpture Park, Kimcheon City, Republic of Korea; Museum of Modern Art, Youngwool, Republic of Korea; Bangladesh National Museum, Dhaka, Bangladesh; Bangladesh National University, Gazipur;Bangabhaban (Bangladesh President's residence), Dhaka; Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka; Bengal Gallery of Fine Arts, Dhaka, Bangladesh; Shilpangan Gallery, Dhaka; BRAC center, Rajendrapur, Bangladesh, Galleri Kaya, Dhaka, Bangladesh.

Present Position

Working and residing in Dhaka as a freelance sculpture and painter